দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২১/১২/৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

093

প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে

প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের জন্যে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ। এই মর্মে এক খবর বেরিয়েছে গতকালের দৈনিক বাংলায়। আলোচ্য খবরে বলা হয়েছে 'চলতি অর্থ-বছরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৫টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলো পাকা করার জন্যে ৩ কোটি ৯১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জানা গেছে, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় এই কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এতে মোট ১৪৪টি পাকা বিদ্যালয় ও ১১৭টি সেনিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হবে।'

প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার মূল ভিত্তি এবং এই ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তী বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা এবং শিক্ষাজীবন। প্রাথমিক শিক্ষা যথার্থরূপে এবং সুষ্ঠুভাবে দেয়ার ওপর পরবর্তী স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল। প্রাথমিক শিক্ষা উত্তমরূপে দেয়া হলে, পরবর্তী স্তরে আর শিক্ষা লাভের এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ যদি নাও মেলে, তবুও প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্বল করেই জীবন-জীবিকার একটা ব্যবস্থা করা যায় এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে কিছুটা অবদানও রাখা চলে।

প্রাথমিক শিক্ষাই হোক, আর পরবর্তী স্তরের শিক্ষাই হোক, সব শিক্ষারই মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রতিভার বিকাশ এবং তাকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী রূপে গড়ে তোলা। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা ব্যাপক এবং শিক্ষার হারও খুবই কম। শিক্ষা-বঞ্চিত লোকের সংখ্যাই বিপুল। বাস্তব কারণেই নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমাদের মতে একটি জনবহুল ও দারিদ্র্যপ্রপীড়িত উন্নয়নশীল দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সবাইকে স্বাক্ষর করে তোলা এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন খুব সহজ ব্যাপার নয়। কেননা, শিক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবুও নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে পারলে দেশের জনসম্পদের উন্নয়ন এবং তাদের মেধা, প্রতিভা ও কর্মশক্তি কাজে লাগানোর পথই প্রশস্ততর হবে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা লাভের ফলে ভবিষ্যতে এই শিক্ষা লাভের কল্যাণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উন্নয়নে ও জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে সংশ্লিষ্ট সবাই অবদান রাখতে পারবে।

শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং জাতীয় উন্নয়ন— যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশেষভাবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব খুবই বেশি। যে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্যেই চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও দরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়। বস্তুতঃ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক— এসব নিয়েই সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের জন্যে সর্বাগ্রে যা দরকার তা হল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়গৃহ। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক না থাকলে শিক্ষার কথা ভাবা যায় না বটে, এবং শিক্ষার জন্যে বইপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জামও অত্যাবশ্যক। কিন্তু এর সবকিছুর জন্যেই দরকার একটি উপযুক্ত শিক্ষাগৃহ। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এবং শিক্ষার উপকরণ ও সরঞ্জামাদি থাকলে, খোলা আকাশের নীচেও শিক্ষা দেয়া চলে। কিন্তু একথাও তো সত্য যে শিক্ষাগৃহ উপযুক্ত এবং সেখানকার পরিবেশ উন্নত না হলে শিক্ষাদান এবং শিক্ষা লাভের ব্যাপার নানাভাবেই ব্যাহত হয়। সুষ্ঠু-সুন্দর পরিবেশ এবং আনন্দের সাথে শিক্ষা লাভের জন্যই দরকার উপযুক্ত শিক্ষাগৃহ এবং বিদ্যালয়ের সুন্দর ভবন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি দরকার।

কেননা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিশু-কিশোর ও বয়সে তরুণ, এবং তারাই জাতির ভবিষ্যৎ। তরুণ মন যাতে আকর্ষণীয় পরিবেশে এবং আনন্দিত চিত্তে শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্যেই দরকার উপযুক্ত ও সুন্দর স্কুল-গৃহ।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যার তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের ব্যাপক উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেয়ার ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অবশ্যই অনেক বেড়েছে। তবে সরকারী-বেসরকারী সব প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই আছে, এমন নয়। অনেক বিদ্যালয়েরই উপযুক্ত গৃহ নেই, আবার অনেকগুলোরই গৃহের জরাজীর্ণ দশা। সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাব এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এর জন্য অনেকখানি দায়ী। আমাদের দেশে ঝড়-বন্যা প্রায়ই আঘাত হানে এবং এর ফলে অন্যান্য গৃহের মতোই বিদ্যালয় গৃহও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝড়ে কিংবা বন্যার দরুন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে অথবা একেবারে ধসে পড়লে, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে সহজে মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয় না।

উপযুক্ত বিদ্যালয় গৃহ বা ভবন না থাকলে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন তা ধ্বংস হয়ে গেলে, বিদ্যালয় গৃহের অভাবে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবার কিরূপ অসুবিধা পোহাতে হয়, শিক্ষাদান ব্যাহত হওয়ার কারণ ঘটে, তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষার স্বার্থেই বিদ্যালয় ভবন এমনভাবে নির্মিত হওয়া দরকার যাতে তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সহজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, ভেঙে না পড়ে। এজন্যে দরকার বিদ্যালয়েরও পাকা ভবনের ব্যবস্থা করা। এদিক থেকেও প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ক্রমে পাকা ভবনে রূপান্তরিত করার যে উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা খুবই প্রয়োজনীয়।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ-বছরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৫টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলো পাকা করার জন্যে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা ব্যয়ের মাধ্যমে আলোচ্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে, প্রাথমিক শিক্ষার পথই প্রশস্ততর হবে। সর্বজনীন শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নই অভীষ্ট লক্ষ্য এবং দেশের অন্যান্য স্থানেও চলছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও ভবন পাকা করার কাজ। এটা নিঃসন্দেহে ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন উন্নত ও পাকা হয়ে গেলে, শিক্ষাদানের ব্যাপারে যেমন, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য সবার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেও হবে তেমনি সহায়ক। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের পথ প্রশস্ততর হবে, এটাই প্রত্যাশিত।

—সমীক্ষক